গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক ঢাকা
(উন্নয়ন শাখা)
www.molwa.gov.bd

স্মারক নং- ৪৮.০০.০০০০.০০৫.৯৯.০০১.১৯-১৭০/১

তারিখ: ১৬ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাঃ / ০১ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার উত্তম চর্চা সংক্রান্ত তালিকা।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অনুচ্ছেদ ৫.১ অনুযায়ী উত্তম চর্চার তালিকা প্রনয়ন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণণামতে

১/১১/2020
শাহানা সারমিন
যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)
ও
ফোকাল পয়েন্ট, NIS
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ৯৫৫০১৪৯

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃ.আ: নাহিদ সুলতানা, সিনিয়র সহকারী সচিব, শুদ্ধাচার শাখা)

অনুলিপি:
১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/সনদ, গেজেট ও প্রত্যয়ন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩. যুগ্মসচিব (প্রশাসন)-এরব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪. অফিস কপি।

উত্তম চর্চা-১

শিরোনাম: বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত MIS তৈরী।

বিবরণ: বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত Management Information System (MIS) প্রস্তুত করা হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে সংযুক্ত করে প্রস্তুতকৃত উক্ত MIS এ সর্বমোট ১,৭০,৩৫৫ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। উক্ত MIS এ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার যে সকল প্রমাণকে নাম রেয়েছে তার সবগুলোকেই উক্ত মুক্তিযোদ্ধার বিপরীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ফলাফল: MIS বীর মুক্তিযোদ্ধা বা তাঁর মৃত্যুতে পরবর্তী ভাতাভোগীর জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতা-মাতার নাম, জন্ম তারিখ এবং ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত MIS এ অন্তর্ভুক্ত করা। এর ফলে তথ্য গোপন করে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অবৈধভাবে সুবিধা গ্রহণের কোন সুযোগ থাকবে না। এর ফলে সরকারের আর্থিক সাশ্রয় হবে।

উত্তম চর্চা-২

শিরোনামঃ ফ্রন্ট ডেস্ক (Frond Desk) এর মাধ্যমে ডাক ই-নথি উপস্থাপন।

বিবরণঃ প্রতিদিনই এই মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর সংস্থার ডাক ও বীর মুক্তযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত আবেদন গ্রহণ করা হয়। এ সকল ডাক ও আবেদন এর রেকর্ড নিশ্চিতকরণ ও দ্রুত অবলোকন এর উদ্দেশ্যে ডাকসমূহকে ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে ই-নথিতে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ফলাফলঃ এ ফলে ডাক ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবেদনসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভবপর হচ্ছে এবং অতি অল্প সময়ে ডাক ও আবেদনসমূহ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এতে কর্মপরিবেশ সুন্দর ও সেবার মানোন্নয়ন হয়েছে। এছাড়া দাপ্তরিক কাজের মানোন্নয়ন ও সার্বিক কর্মকান্ডের উন্নতি সাধিত হয়েছে।

উত্তম চর্চা-৩

শিরোনামঃ সেবাপ্রার্থীদের সেবা সংক্রান্ত মতামত।

বিবরণঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পোষ্যগণ বিভিন্ন কাজের জন্য এ মন্ত্রণালয় এসে থাকেন। ফলে তাঁদের সময় ও অর্থ অপচয় হয়। সেবা প্রার্থীরা যাতে দ্রুত সেবা পান এবং ভোগান্তি লাঘব হয় সে লক্ষ্যে সেবা প্রার্থীদের মতামত গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ফলাফলঃ এ ব্যবস্থার ফলে দেশের দুরদুরান্ত থেকে আসা বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পোষ্যদের ভীড় কমে গেছে। সেবা প্রত্যাশিত ভীড় কমে যাওয়ায় কর্মকর্তা/কর্মচারীরা কাজে মনোনিবেশ করতে পারছে। এর ফলে কাজের মনোন্নয়ন, কর্মপরিবেশ সুন্দর ও সেবার মানোন্নয়ন হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

উত্তম চর্চা-৪

শিরোনামঃ সিটিজেন চার্টার (Citizen Charter) প্রস্তুতকরণ।

বিবরণঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পোষ্যগণ বিভিন্ন কাজেরর জন্য এ মন্ত্রণালয়ে আগমন করেন। অনেক সময় তারা যে সেবা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আসেন তার সঠিক দিক নির্দেশনা অজানা থাকার কারণে নানারুপ সমস্যার সম্মুখীন হন। সেবাপ্রার্থীকে দ্রুত সেবা প্রদান এবং ভোগান্তির অবসানকল্পে সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত সিটিজেন চার্টারটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত আছে।

ফলাফলঃ এ পদ্ধিতির মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদের ভোগান্তির অবসান ও সময়ের অপচয় রোধ সম্ভব হয়েছে।

তপন কান্তি ঘোষ
সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উত্তম চর্চা-৫

শিরোনাম: স্কলারশীপ এবং অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান।

বিবরণঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরে "ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী মুক্তিযোদ্ধা সন্তান স্কলারশীপ স্কিম" এর আওতায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৯৮০ জন ছাত্র/ছাত্রীরকে এবং স্নাতক পর্যায়ে ১০০০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্যও ছাত্র/ছাত্রীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান করা হয়েছে যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে "১০০ জন অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সেবা প্রদান স্কিম" আওতায় ২৯ (উনত্রিশ) জন মুক্তিযোদ্ধা ভারতে চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে (বৈশ্বিক দুর্যোগ কোভিট-১৯ এর কারণে বাকি ৭০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ভারতে চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি)। এ বছরও একই ধরনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ফলাফলঃ ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিপ্রদানের মাধ্যমে দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধিকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে অনেক দরিদ্র বীর মুক্তিযোদ্ধা জটিল রোগ থেকে নিস্তার লাভ করছে।

উত্তম চর্চা-৬

শিরোনামঃ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান।

বিবরণঃ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ জীবন সায়াহ্নে বিভিন্ন জটিল রোগ আক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে দেশের জেলা, উপজেলা বা বিভাগীয় পর্যায়ে অবস্থিত সকল সরকারি হাসপাতালে বা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বা বিশেষায়িত হাসপাতালে বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা প্রদানের নিমিত্ত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে প্রদত্ত নিয়মিত সরকারি বরাদ্দের বাইরে মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসার প্রয়োজনে অর্থ বছরের শুরুতে এ মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের অনুকূলে হাট-বাজারের ৪% অর্থ থেকে বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং উক্ত অর্থ থেকে সরকারি হাসপাতালে বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় প্রয়োজন হলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ দ্বারা চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করা হয়। হাট বাজারের ৪% ইজারালব্ধ অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য অতিরিক্ত সচিব (গেজেট, সনদ ও প্রত্যয়ন) এর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি ইতোমধ্যে একাধিক বৈঠক করে সংশোধিত নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করেছে। প্রস্তাবিত নীতিমালা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে।

ফলাফল: নীতিমালা চূড়ান্ত হলে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, বিশেষায়িত সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বিশেষায়িত বেসরকারি হাসপাতালেও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জটিল রোগের চিকিৎসা সুবিধার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে জীবন সায়াহ্নে উপনীত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ উন্নত চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়া, বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ করা এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হলে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে ক্রমবর্ধমান শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ করার মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানগণকে উত্তম এবং শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ভুমিকা রাখবে।

তপন কান্তি ঘোষ
সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার